বিজ্ঞপ্তি

বিষয় **:** **'**ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিম**'**

প্রকল্পের অভিপ্রায়**:**

স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে, পেশাদারি ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা কোর্সে বা তাদের সমতুল্য অন্য পাঠক্রমে দেশের যে-কোনো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক, আর্থিক সংগতিহীন শিক্ষার্থীদের সামান্য সুদে (ব্যাংকে দেওয়া যথাযথ গ্যারান্টির সাপেক্ষে) আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিম প্রচলন করেছে, যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বা রাজ্যের বাইরে (ভারতের মধ্যে) যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। সুলভ এবং সাশ্রয়ী শর্তে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সহায়তা প্রদান এই প্রকল্পের প্রধান অভিপ্রায়। এখানে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পে বার্ষিক ৪% সরল সুদে সর্বাধিক দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক বা ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং রাজ্যের পাবলিক সেক্টর বা প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলি থেকে গ্রহণ করতে পারবে।

উদ্দেশ্য**:**

১. নিম্নলিখিত খাতে খরচ নির্বাহের জন্য এই প্রকল্পে দেওয়া ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ঋণ গ্রহণ করা যাবে:

(ক) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় কোর্স ফি।

(খ) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেল বা ছাত্রাবাস কিংবা ছাত্রাবাসের বাইরে থাকার খরচ বা পেয়িং গেস্ট থাকার খরচ।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া রসিদ সাপেক্ষে কশান মানি/ অন্য ফেরতযোগ্য জামানত/ বিল্ডিং ফান্ড/ পরীক্ষার খরচ/ লাইব্রেরির খরচ/ ল্যাবরেটরির খরচ খাতে প্রদেয় টাকা।

(ঘ) বই, কম্পিউটর, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার টাকা।

(ঙ) শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা স্টাডি ট্যুর, প্রোজেক্ট, থিসিস এবং পাঠক্রম সম্পূর্ণ করতে বা এই ধরনের অন্য প্রয়োজনীয় খরচ।

(চ) কোর্স চলাকালীন মোট অনুমোদিত ঋণের সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত অর্থ বসবাসের খরচ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

(ছ) সম্পূর্ণ কোর্স শেষ হওয়া অবধি মোট অনুমোদিত ঋণের সর্বোচ্চ ৩০% পর্যন্ত অর্থ প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত খরচ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

২. উপরোক্ত প্রতিটি খাতের খরচ যথাযথ রসিদ, বিল, নথি বা প্রমাণসহ দফতরে এবং ব্যাংকে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক জ্ঞাপন করা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা এবং প্রক্রিয়া**:**

(ক) অন্তত ১০ বছরব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং ভারতীয় নাগরিক শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোজিত শিক্ষার্থীর আত্মবিবৃতি (সেলফ-ডিক্লারেশন) গৃহীত হবে। পোর্টালে আবেদনপত্রের একটি ফরম্যাট দেওয়া রয়েছে।

(খ) এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা বা পেশাদার পাঠক্রমে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বা রাজ্যের বাইরে কিন্তু ভারতের ভিতরে অবস্থিত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রভৃতির মতো পেশাদারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবে নথিবদ্ধ থাকা বাধ্যতামূলক।

(গ) ইচ্ছুক শিক্ষার্থী যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানের মারফত উচ্চ শিক্ষা বিভাগ দ্বারা পরিচালিত ওয়েব-বেসড পোর্টালে (https://wbscc.wb.gov.in/) বর্ণিত ফরম্যাট অনুযায়ী অনলাইন দরখাস্ত করবে।

(ঘ) ঋণের জন্য দরখাস্ত করার সময়ে দরখাস্তকারী শিক্ষার্থীর বয়স ৪০ (চল্লিশ) বছরের ঊর্ধ্বে হবে না।

(ঙ) ভর্তি হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পোর্টালে ক্রেডিট কার্ডের আবেদন নথিভুক্ত করার সময়ে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী তার আধার কার্ড অথবা দশম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ওই পোর্টালে সংযুক্ত করতে অগ্রাধিকার পাবে।

(চ) প্রতিটি আবেদন/ দরখাস্ত যাচাই এবং বিবেচনার পর উচ্চ শিক্ষা দপ্তর তা অনুমোদনসাপেক্ষে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করার জন্য ব্যাংকে পাঠাবে।

(ছ) আর.বি.আই. গাইডলাইন অনুযায়ী শিক্ষার্থী/ শিক্ষার্থীর পিতামাতা/ শিক্ষার্থীর আইনি অভিভাবক কর্তৃক করণীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য শেষ হওয়ার পর, বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আবেদনগুলি যথাবিধি পরীক্ষা করে নিয়ে সরাসরি একটি ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে সেটি প্রদান করবে।

(জ) বিভাগীয়, প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যাংকের সমপর্যায়ের একজন নোডাল অফিসার উক্ত ওয়েব-বেসড পোর্টালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী, যারা ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক বা ঋণ গ্রহণ করেছে, তাদের ড্যাশবোর্ড দেখার ক্ষমতা ওই অফিসারকে দেওয়া থাকবে।

(ঝ) প্রত্যেক সেমেস্টার বা বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল উক্ত পোর্টালে আপলোড করতে ক্রেডিট কার্ডধারী শিক্ষার্থী দায়বদ্ধ থাকবে।

আর্থিক সহায়তার পরিমাণ এবং সুরক্ষা**:**

(ক) ঋণ অনুদান পাওয়ার পর, এই ক্রেডিট কার্ডে সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বার্ষিক চার শতাংশ হারে সরল সুদে পাওয়া যাবে।

(খ) পাঠক্রম চলাকালীন যে-কোনো সময়ে শিক্ষার্থী এই প্রকল্পে ঋণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) ঋণ প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিভাগীয় ওয়েব-পোর্টাল ঋণ সংক্রান্ত বিবরণ আপলোড করবেন এবং সেই বিবরণ নিয়মিত আপডেট করবেন।

(ঘ) শিক্ষার্থীর করা ঋণের আবেদনে তাদের পিতা, মাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের সহ-ঋণগ্রহীতা বা কো-বরোয়ার হিসেবে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক।

(ঙ) ঋণ অনুমোদনের সময়ে শিক্ষার্থী এবং তার পিতা, মাতা অথবা আইনানুগ অভিভাবক ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন।

মার্জিন মানি**:**

(ক)৪ লক্ষ পর্যন্ত: শূন্য

(খ)৪ লক্ষের ওপরে: ৫%

(গ)মার্জিনের মধ্যে স্কলারশিপ/ অ্যাসিসট্যান্সশিপ ধরা যাবে।

(ঘ)যে যে ক্ষেত্রে যেমন যেমন দরকার পড়বে, সেই অনুযায়ী এই মার্জিন এক বছর অন্তর অন্তর আনুপাতিক হারে প্রযোজ্য হবে।

সুরক্ষা**:**

(ক) ঋণ অনুমোদনের সময়, কোল্যাটারাল সিকিউরিটি বা অন্যান্য বিষয়ে ব্যাংক কোনো রকম অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ বা শর্ত আরপ করতে পারবে না।

(খ) অভিভাবক/ আইনি অভিভাবকের সহ-দায়িত্ব ছাড়া ব্যাংক স্থাবর/ অস্থাবর রূপে কোনোরকম সিকিউরিটি/ কোল্যাটারাল সিকিউরিটির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না।

বীমা**:** অনুমোদিত ঋণের পরিমান অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নামে একটি জীবন বীমা থাকবে। এই বীমার প্রিমিয়াম শিক্ষার্থীকে বহন করতে হবে এবং তা লোন অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া যেতে পারে।

ঋণ প্রদানের পদ্ধতি**:**

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোর্স ফিজ এবং অন্যান্য ফিজ প্রদান সংক্রান্ত খরচের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে ঋণের টাকা সরাসরি প্রেরণ করা হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় নথি ও প্রমাণ সহ ওয়েব-পোর্টালে দাবি জানালে ব্যাংক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (এইচ.ই.আই.) অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করবে।

২. কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, বইপত্র ইত্যাদি কেনার জন্য এবং থাকার খরচের জন্য ঋণের টাকা সরাসরি ঋণগ্রহীতা শিক্ষার্থীর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট বস্তু কেনার পর বিল, রসিদ বা নথির কপি বা অন্য প্রমাণ ওয়েব-পোর্টালে আপলোড করে শিক্ষার্থী ঋণের টাকার জন্য আবেদন করবে।

সময়সীমা**:**

ঋণ অনুমোদন এবং প্রদান প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রদেয় অনুমোদনের পর উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এই বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাবে।

ঋণ পরিশোধের ছাড় পর্যায় বা স্থগিতকরণ**:**

পাঠক্রম সম্পূর্ণ হওয়া থেকে এক বছর বা ঋণগ্রহীতা শিক্ষার্থীর চাকরিতে যোগদানের পর এক বছর সময়ের মধ্যে যে সময়টি কম, ততদিন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করা স্থগিত অর্থাৎ মোরাটোরিয়াম অবস্থায় রাখা যাবে।

পরিশোধ**:**

(ক) মোরাটোরিয়াম বা স্থগিতকরণের সময় বাদ দিয়ে ক্রেডিট কার্ড মারফত গৃহীত ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১৫ (পনেরো) বছর।

(খ) উক্ত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যে-কোনো সময়ে শিক্ষার্থী, বা তাদের পিতা, মাতা বা আইনানুগ অভিভাবক ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন এবং সময়ের পূর্বে পরিশোধের জন্য ব্যাংক কোনো পেনাল্টি বা প্রোসেসিং চার্জ দাবি করবে না।

(গ) নির্ধারিত শিক্ষাপর্ব জুড়ে ঋণগ্রহীতা যদি যথাযথভাবে সুদ দিয়ে যায় তাহলে সে ১% সুদ ছাড় পাবে।

(ঘ) শিক্ষার্থী বা তাদের সহ-ঋণগ্রহীতা (কো-বরোয়ার) উক্ত ঋণ 'ফাস্ট চার্জ' হিসেবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

বিস্তারিত অনুসন্ধান**:** যে কোনো শিক্ষার্থী বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য ড. নীলাদ্রি দাস (+918436181140) শ্রীযুক্ত পিন্টু কুমার মল্লিক (+919679104005) এবং শ্রীযুক্ত মোফিজুল শেখের (+919732262145) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

অধ্যক্ষ
হীরালাল ভকত কলেজ
নলহাটি

২১**.**৮**.**২০২১

Total Fees including Exam Fees

Sl. No.	Course	Total Fees	Tentative Loan Amount
1	B.A. (Hons.)	Rs. 9005/-	13,000/-
2	B.A. (General)	Rs. 8030/-	11,500/-
3	B.A. (Hons.) Geography	Rs. 15485/-	22,500/-
4	B.A. (General.) Geography	Rs. 11270/-	16,500/-
5	B.A. (General) Physical education	Rs. 9770/-	14,500/-
6	B. Com (Hons.)	Rs. 9855/-	14,500/-
7	B. Com (General)	Rs. 9630/-	14,000/-
8	B.Sc (General)	Rs. 12805/-	18,500/-
9	B.A. (General)Morning	Rs. 9030/-	13,000/-

*** These 'Total Fees' and 'Tentative Loan Amount' have to be followed while applying for Students' Credit Card.**